RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৬ ডিসেম্বর - ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 25, Cooch Behar, Friday, 16 December-29 December, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

বিতর্কের অবসান জেলা বইমেলা হচ্ছে দিনহাটাতেই

পার্থ নিয়োগী: অবশেষে সব বিতর্কের অবসান হল। এবারের কোচবিহার জেলা বইমেলা হচ্ছে দিনহাটায়। গত ২৯ নভেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাম আমলের মাঝের কয়েক বছর ছাড়া বেশিরভাগ সময়ই কোচবিহার শহরের রাসমেলা ময়দানেই বইমেলা হয়ে আসছে। এবার অবশ্য সেই ট্র্যাডিশনে ছেদ পড়ল। উল্লেখ প্রতিবছর জেলার লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির বৈঠকে ঠিক হয় জেলার কোথায় বইমেলা হবে। অথচ এবছর এই বৈঠকের কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তার ফেসবুকে লেখেন এবারের বইমেলা দিনহাটায় হচ্ছে। আর তার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও গ্রন্থাগারমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। আর তার এই পোস্ট দেখার পর থেকেই জেলায় বইমেলা নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। কোচবিহারের অনেক লেখকেরাও এই নিয়ে সরব হন। তাদের অভিযোগ কোচবিহার যেখানে জেলা সদর ফলে জেলার প্রতিটি প্রান্ত থেকে এখানকার যাতায়াতের সুবিধা আছে। ফলে বইমেলা যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যই কোচবিহার শহরেই হোক। কোচবিহার রাসমেলার মাঠে বইমেলা না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কোচবিহারের পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রাসমেলার মাঠে বইমেলা করার পক্ষে সওয়াল করার পাশাপাশি এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি লিখবেন বলে তিনি জানিয়েছিলেন। এর ফলে কোচবিহারে বইমেলা হওয়া নিয়ে একটা হালকা আশার আলো দেখেছিল কোচবিহার শহরের মানুষ। কিন্তু গত ২৯ নভেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরে জেলা লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির বৈঠকের শেষে কোচবিহার শহরের মানুষদের সেই আশা শেষ হয়ে যায়। বৈঠক শেষে জানান হয় এবারের বইমেলা ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি হবে দিনহাটার সংহতি ময়দানে। যদিও সূত্রের খবর এই বৈঠকের দুদিন আগে রাজ্যের তরফে একটি নির্দেশ আসে যেখানে বলা হয় এবারের কোচবিহার জেলা বইমেলা দিনহাটাতেই করতে হবে। এবারের বইমেলা নিয়ে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির ক্ষমতা খর্ব করা নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকলেও কোন সদস্যই এনিয়ে মুখ খোলেননি রাজ্যের তরফে আসা নির্দেশিকার জন্য। এদিনের বৈঠকে বিধায়ক জগদীশ বর্মাবসুনিয়া ও পরেশচন্দ্র অধিকারী উপস্থিত না থাকায় গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়। তবে

দিনহাটায় বইমেলা স্থল পরিদর্শনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ

বিতর্ক, ক্ষোভ, গুঞ্জন যাই থাকুক না কেন এদিনের বৈঠকে বইমেলা সংক্রান্ত অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা গেছে এই বইমেলা থেকে বই কেনার জন্য জেলার গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলি ১০ হাজার টাকা পাবে। টাউন লাইব্রেরিগুলি পাবে ১৩ হাজার টাকা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারকে দেওয়া হবে ৩৫ হাজার টাকা। একইসাথে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা মেলা থেকে বই কেনার জন্য তুলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানাগেছে।

রাজ্য কলা উৎসবে কোচবিহার জেলার জয়কার

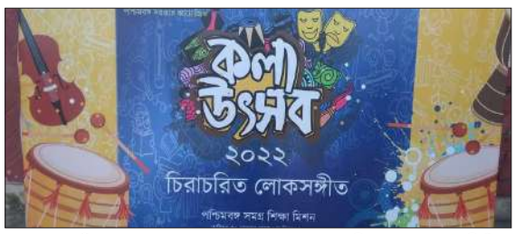

কোচবিহার: রাজ্য কলা উৎসব প্রতিযোগিতায় জয়কার কোচবিহার জেলার। দুইদিন ধরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য কলা উৎসব প্রতিযোগিতায় কোচবিহার জেলার চার স্কুল পড়ুয়া জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে দুইজন আবার রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। এই প্রথম স্থানাধকারী দুইজন হল সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রী প্রিয়াংকা ঘোষ ও দিনহাটা হাইস্কুলের ছাত্র দীপশেখর বর্মণ।

ইনস্ট্রুমেন্ট মিউজিক্যাল বিভাগে দোতারা বাজিয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছেন প্রিয়াংকা। আর লোকসঙ্গীত বিভাগে রাজ্যে প্রথম হয়েছেন দীপশেখর। বাকি দুইজন হল বাণেশ্বর গার্লস হাইস্কুলের জিনিতা ঝা ও দিনহাটা পুঁটিমারি হাইস্কুলের প্রীতি দেববর্মা। টুলস এন্ড টয়েজ তৈরি বিভাগে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে জিনিতা। আর মেয়েদের লোকনৃত্য বিভাগে রাজ্যে তৃতীয় হয়েছে প্রীতি। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভুবনেশ্বরে আয়োজিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে এই চারজন।

মাস দুয়েক আগে কোচবিহারের এবিএনশীল কলেজে জেলা স্তরের কলা উৎসবের জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন বিভাগে ভালো ফল করে ১৪ জন ছাত্রছাত্রী রাজ্য কলা উৎসব প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছিলেন। ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সে ইপ্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সেই সাফল্যের খবর কোচবিহারে আসতেই উচ্ছসিত হয়ে ওঠেন স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষিকারা।

অতিরিক্ত জেলাশাসক রবিরঞ্জন বলেন, কোচবিহারের এতজন জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়ায় আমরা গর্বিত। আমি ওদের সকলকে শুভকামনা জানাচ্ছি।

পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি

বিশেষ সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. গৌতম পাল নিজেই ছয়টি পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন এদিন টেট পরীক্ষা সফল করতে। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সফল করতে তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনকে। ছয়টি জেলায় নেট কানেকশনও বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। এদিন প্রেসের সামনে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসুকে। এছাড়াও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন, টেট পরীক্ষা সমূহের সঙ্গে যুক্ত সকল সদস্যকেই।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব নিয়েই টেট পরীক্ষা সফল করতে তিনি দৃঢ় সংকল্প বাস্তবায়িত করলেন। রাজ্য সরকারের মুখ উজ্জ্বল করলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. গৌতম পাল।

রবিবার প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষা ঘিরে আঁটোসাঁটো ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষা ঘিরে যেকোনও প্রকার অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে সচেষ্ট ছিল রাজ্য সরকার। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে এবং ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে মানুষ মন জয় করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

টেট পরীক্ষা হয়েছে গণ উৎসবের মতো বললেন ব্রাত্য

বিশেষ সংবাদদাতা: রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে টেট পরীক্ষা হয়েছে একটা গণ উৎসবের মতো, এমনই দাবি করলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বললেন, "টেট ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। একটা 'ধারণা' তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের দফতর নিয়ে। আশা করি আজকের এই পরীক্ষা একটা বার্তা দেবে তাদের জন্য। শুধু তাই নয় সাধারণ মানুষ ও পরীক্ষার্থীদের জন্যও ইতিবাচক বার্তা দেবে আজকের পরীক্ষা।"

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী আরও বললেন, "এটা একটা গণ উৎসবের মত হয়েছে। একটা দল চেষ্টা চালাচ্ছিল যাতে আমাদের পরীক্ষা বানচাল হয়। একদল সত্যি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যে ভাবে পরীক্ষা সংগঠিত হয়েছে তাতে তাদের কাছেও বার্তা পৌঁছবে বলেই দাবি করলেন, মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একইসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি খারিজ করে দিলেন শ্রী বসু। তিনি বললেন, "কোনও প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, কোনও প্রশ্নপত্র লিক হয়নি।.... সবাই হয়তো চাকরি পাবেন না। এটা আজ আমাদের একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ হল। নিয়োগের ব্যাপারে আদালতের হস্তক্ষেপে আমরা যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেব।

প্রাথমিকের টেটকে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল পর্ষদ সভাপতি অধ্যাপক ড. গৌতম পাল। বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স, মেটাল ডিটেক্টর, ফ্রিস্কিং সহ করা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল পর্ষদ। প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন এই পরীক্ষার জন্য। শেষপর্যন্ত ভালো ভাবেই সম্পন্ন হল।

রবিবার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে টেট নিতে না পারে, পরীক্ষা বানচাল করা যায়, তার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কড়াহাতে পর্ষদ সেই বিপত্তি এড়িয়ে পরীক্ষা নিল। যা সফল। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি মিথ্যে বলেই জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী গোটা বিষয়টিতে নজর রাখছেন। একটি ভুয়ো প্রশ্ন ঘুরছিল, কার প্ররোচনায় জানি না। এটি প্রমাণিত হয়েছে, সম্পূর্ণ ভুয়ো প্রশ্ন। নানান ভাবে পরীক্ষাকে বানচাল করার চেষ্টা হয়েছে। পরীক্ষাকে পিছিয়ে দেওয়ার, ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সেগুলিকে অতিক্রম করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ খুব সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নিতে পেরেছে, এটি খুব আশাব্যাঞ্জক।'

প্রাচীণত্বের ভিত্তিতে বড়িশার হেরিটেজ স্বীকৃতিকে চ্যালেঞ্জ বড়দেবীর

কোচবিহার: কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে। তার ভিত্তি ছিল বড়িশার জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের বাড়ির চারশো বছরেরও বেশি পুরানো দুর্গাপুজো। তবে রাজ্যের প্রাচীনতম তকমা কী এবার আসতে চলেছে কোচবিহারের দেবী বাড়িতে। নাটাবাড়ির বিধায়ক বিধায়ক মিহির গোস্বামীর চিঠি ও তার জবাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে এই আশায় বুক বেঁধেছেন কোচবিহারের মানুষ।

মিহিরবাবুর দাবি ছিল, কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহ প্রবর্তিত ৪৮৮ বছরের প্রাচীন দেবী বাড়ির দুর্গাপুজোই বাংলার প্রাচীনতম দুর্গাপুজো এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই ইউনেসকোর স্বীকৃতিদানের কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ নীতে আবেদন করেছিলেন কোচবিহার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহিরবাবু। গত ৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি, পর্যটন ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রী জি কৃষ্ণ রেড্ডিকে চিঠি লিখেছিলেন মিহিরবাবু। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক দায়িত্ব দিয়েছে সঙ্গীত নাটক

অ্যাকাডেমির ওপর। মন্ত্রী জি কৃষ্ণ রেড্ডিকে নাটাবাড়ির বিধায়ককে চিঠি লিখে এই জানিয়েছেন।

মন্ত্রী জি কৃষ্ণ রেড্ডিকে লেখা ঐ চিঠিতে তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করে মিহিরবাবু জানিয়েছিলেন বড়িশার ঐ দুর্গাপুজোর ৭৭ বছর আগে থেকে কোচবিহারের মহারাজাদের প্রবর্তিত দেবিবাড়ীর বড়দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বড়িশার ঐ পুজো শুরু হয় ১৬১০ সালে। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। কারণ কোচবিহারের রাজ পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন সংগঠনের দাবি বড়িশা নয় কোচবিহারের বড় দেবীর পুজোই রাজ্য তথা বিশ্বের অন্যতম পুরানো দুর্গা পুজো। কারণ এই পুজো শুরু হয়েছে কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহের আমলে ১৫৩৩ সালে। রাজ আমলের অবসানের পর বর্তমানে এই পুজো কোচবিহারের দেবত্র ট্রাস্ট পরিচালনা করে আসছে। যার সভাপতি খোদ কোচবিহারের জেলাশাসক। রাজ আমলের তুলনায় কিছুটা কম হলেও নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠান এখনও সেই রাজ আমলের রীতিনীতি মেনেই হয়। বড়দেবীর প্রতি কোচবিহারবাসীর বিশ্বাস এতটাই যে, এখনও কোচবিহারের প্রবীণদের একাংশ বড়দেবীর মুখ না দেখে অন্য দেবী দর্শন করেন না। মিহিরবাবু বলেন, রাজ্য গুরুত্ব না দিলেও উত্তরের ঐতিহ্য নিয়ে কেন্দ্র ভাবছে।

গাড়ির চাকা ফেটে দুর্ঘটনায় জখম ৩

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ৮ ডিসেম্বর পুন্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে চৈতন্যেরহাট এলাকায় শিলিগুড়ি থেকে তুফানগঞ্জগামী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসের চাকা হটাৎ করে ফেটে যায়। এতে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান। ঠিক সেসময় উল্টো দিক থেকে একটি বাইক আসছিল। নিয়ন্ত্রণহীন বাসটি বাইকটিকে ধাক্কা মারে। বাসের ধাক্কা খেয়ে বাইকটি ছিটকে গিয়ে একটি সাইকেলে ধাক্কামারে। এতে বাইকে থাকা দুইজন সহ ঐ সাইকেল আরোহী জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই বাইক আরোহীর নাম সুব্রত সরকার ও জিতেন্দ্রমোহন সাহা। সাইকেল আরোহীর নাম সুজয় পাল। আহত তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘোকসাডাংগা থানা দুর্ঘটনাগ্রস্থ সরকারি বাসটি এবং বাইকটি হেপাজতে নিয়ে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রতিবন্ধী দিবসে অনন্য উদ্যোগ সুফলের

পার্থ নিয়োগী: ভেষজ উদ্ভিদের চাষ নিয়ে অসাধারন কাজ করছে কোচবিহারের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুফল (স্টেপ আপ ফাউন্ডেশন ফর অল)। গত ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে তারা এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন। প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করার লক্ষে তাদের তরফে নেওয়া হল উদ্যোগ। ভেষজ উদ্ভিদ চাষ ও তার প্রশিক্ষনের মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধীদের এক নতুন দিশা দেখাবার কাজ তারা শুরু করল। সংস্থার সভাপতি মিঠুন সাহা বলেন "প্রতিবন্ধীদের আয়ের সুযোগ করে দেবার জন্য বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের দিন থেকে আমরা উৎসাহী দুই প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির হাতে ভেষজ উদ্ভিদের চাঁড়া তুলে দিলাম এবং তাদের আমরা প্রশিক্ষণও দেবো। আপাদত এই দুজনকে দিয়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে তারা এই কাজ শুরু করলেন। কিন্তু আগামীতে সুফলের তরফে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিবন্ধীদের দিয়ে ভেষজ উদ্ভিদ চাষের ব্যবস্থা করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন।"

মানবিকতার পরিচয় দিলেন হিপ্পি

পার্থ নিয়োগী: বরাবর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। তার অন্যথা এবারও হলো না। তার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে রেফার করা হলেও। তার পরিবারের তরফে সেই ব্যক্তিটিকে নিয়ে যাওয়া হয়নি আর্থিক কারনে। সেই শুনে নিজেই সেই বাড়িতে উপস্থিত হলেন হিপ্পি। সবকিছু শুনে নিজেই শিলিগুড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন সেই রোগীকে। নিজেহাতে এম্বুলেন্সে রোগীকে উঠিয়ে দিতে দেখা যায় তাকে। এই প্রসঙ্গে হিপ্পি জানান আমি ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। স্বাভাবিক ভাবে এখানকার মানুষের প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে। তাই অসহায় এই ব্যক্তিটির কথা শুনে আমি তার ওখানে যাই এবং তাকে চিকিৎসা জন্য শিলিগুড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করি কারণ এটাই আমার কর্তব্য। স্থানীয় কাউন্সিলর হিপ্পির এই মানবিক ভূমিকা দেখে ওয়ার্ডবাসিও খুব খুশি।

মাইক্রোসফটের বার্ষিক পুরস্কারে ভূষিত অভিষেক

আলিপুরদুয়ার: আরও একবার বিশ্বের মানচিত্রে উজ্জল হল আলিপুরদুয়ারের নাম। মাইক্রোসফট থেকে মোস্ট ভ্যালুয়েবেল প্রফেশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন আলিপুরদুয়ারের ছেলে অভিষেক চৌধুরী। আজুর ভার্চুয়াল ডেস্কটপ উইন্ডোজ ৩৬৫-র ক্ষেত্রে অবদানের জন্য অভিষেক এন্টারপ্রাইজ মোবালিটি বিভাগে এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এছাড়া এই বিষয়ের ওপর লেখা অভিষেকের কিছু ব্লগও গুগলের সব থেকে বেশি রেটিং পাওয়া ব্লগ গুলির মধ্যে অন্যতম।

একথায় এই পুরস্কারের বিশ্লেষণ করলে বলা যায় মাইক্রোসফট কোম্পানি থেকে দেওয়া এটি একটি বার্ষিক পুরস্কার। যা বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের স্বীকৃতি দেয়। ভারত থেকে এই বছর পাঁচজন এই পুরস্কার পেয়েছেন। এই বছর ফেব্রুয়রি মাসে আবার সিট্রিক টেকনলজি অ্যাডভোকেট অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলেন অভিষেক। এক বছরে বিশ্বের শীর্ষ দুই বৃহত্তম ডেস্কটপ ভার্চুলাইজেশন প্রদানকারী সংস্থা থেকে দুটো পুরস্কার পাওয়ার নজীর খুব কমই রয়েছে গোটা দেশে।

বছর ৪২-এর অভিষেক চৌধুরী বর্তমানে ভারতের একটি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় ভার্চুলাইজেশন প্রাকটিসের গ্লোবাল হেড হিসেবে নয়ডায় কর্মরত রয়েছেন। অভিষেক ছোটবেলায় আলিপুরদুয়ারের কলকাকলি স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে বিশ্ব ভারতী থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারং এবং এলাহাবাদ থেকে এমটেক পাশ করে দেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি বিদেশেও কাজ করেছেন তিনি। এদিন টেলিফোনে অভিষেক জানান, আমি এই পুরস্কার পেয়ে অনেক সম্মানিত বোধ করছি।

আইসিএআর-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপে প্রথম আদৃতা

কোচবিহার: চেষ্টা এবং জেদ থাকলে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়ে ওঠে। আর তারই প্রমাণ দিলেন কোচবিহারের ব্যাংচাতরা রোডের শ্যামাপ্রসাদ কলোনির আদৃতা দাম। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী আদৃতা এবার আইসিএআর-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ(এসআরএফ)পরীক্ষায় এগ্রিকালচার ইকনমিক্সে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। কোচবিহারের মেয়ের এই সাফল্যে তাই স্বাভাবিক ভাবেই জেলা জুড়ে বইছে খুশির হাওয়া।

কোচবিহারের সুনিতি অ্যাকাডেমি থেকে ৯০ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝিয়ানের ক্যাম্পাস থেকে এগ্রিকালচার নিয়ে পাশ করে কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক স্তরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করলেও সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেন আদৃতা। এরপর ফেলোশিপ নিয়ে এবার তাঁর গন্তব্য দেশের সেরা প্রতিষ্ঠান দিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ।

আদৃতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত সেপ্টেম্বরে এসআরএফ-এর পরীক্ষা হয়েছিল। ২০ অক্টোবর ফল প্রকাশের পর সম্প্রতি রাংক কার্ড প্রকাশিত হয়। এদিন কোচবিহারের বাড়িতে বসে আদৃতা জানান, স্কুল-কলেজে কখনও প্রথম হইনি। তবে সর্ব ভারতীয় স্তরে প্রথম হব ভাবিনি। তিনি জানান, আগামীতে দিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে গবেষণার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

প্রয়াত প্রদীপ নাথ

পার্থ নিয়োগী: ৬ ডিসেম্বর রাতে শিলিগুড়ির এক নার্সিংহোমে প্রয়াত হলেন প্রবীণ তথা তাত্বিক সিপিএম নেতা প্রদীপ নাথ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯। কোচবিহার জেনিকিন্স স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি বামপন্থায় আকৃষ্ট হন। মাথাভাঙ্গার প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা রেবতী রমন ভট্টাচার্য, দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়ার সংস্পর্শে আসেন তিনি। একটা সময় প্রদীপ বাবু স্কুলের শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। তবে কমিউনিস্ট রাজনীতির জন্য শিক্ষকতার থেকে ইস্তাফা দেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি কোচবিহার জেলার বামপন্থী নেতা হিসেবে রাজবন্দী ছিলেন। একটা সময় কোচবিহার জেলার বাম ছাত্র রাজনীতির প্রধান মুখ ছিলেন তিনি। মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়া ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সবার কাছে। একটা সময় তিনি সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি কোচবিহার জেলা সিপিএমের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। আমৃত্যু তিনি সিপিএমের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। তার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন সিপিএমের বর্তমান জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়। কোচবিহারের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফেও প্রদীপ বাবুর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে তার মৃতদেহ মাথাভাঙ্গার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তার নিজ বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তার মরদেহ মাথাভাঙ্গার সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দলীয় কর্মী নেতারা তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এরপর মাথাভাঙা শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সাড়ম্বরে পালিত হলো মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের ১০৮তম জন্মদিবস

পার্থ নিয়োগী: গত ১৫ ডিসেম্বর কোচবিহার সাগরদিঘী চত্বরে বীর চিলারায়ের মূর্তির সামনে কোচবিহারের মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের ১০৮তম জন্মদিবস পালন করলো, দি কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। এদিন ট্রাস্টের তরফে মহারাজার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। করা হয় মহারাজার জীবনের স্মৃতিচারণ। উপস্থিত ছিলেন দি কোচবিহার রয়েল ফ্যামিলি সাকসেসরস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট্রের সভাপতি কুমার জিতেন্দ্র নারায়ণ, সম্পাদক কুমার বিরাজেন্দ্র নারায়ণ, মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ন। মহারাজাকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি তথা কোচবিহার পুরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী শিবেন্দ্র নাথ রায়, আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার, কবি সুবীর সরকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সারদা মায়ের জন্মতিথিতে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল বেলুড় মঠে

কলকাতা: ২৯ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীসারদা মায়ের ১৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে বেলুড় মঠে। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দির, মায়ের মন্দির, ব্রহ্মানন্দ মন্দির ও স্বামীজীর মন্দিরে দর্শন ও প্রণাম নিবেদন করছেন। সারদা মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। মায়ের ১৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের পুজো হয়। ভোরে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বেদপাঠ, স্তবগান, ভজন, বিশেষ পূজো, হোম ভজনের আয়োজন করা হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে। এছাড়াও সভামন্ডপে মাতৃসঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ, ভক্তিগীতি, কথানাট্য, শ্যামা-সঙ্গীত, পদাবলী কীর্তন, ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হবে। বিকেল তিনটেয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্পর্কিত ধর্মসভা, এরপর সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরাত্রিক, মায়ের আরাত্রিক, সান্ধ্য ভজন হয়ে কার্যক্রম শেষ হবে।

জমির প্রতারনা মামলায় ধৃত ভূমি দপ্তরের মুহুরি

উত্তর দিনাজপুর: জমির প্রতারনা মামলায় ধৃত ভূমি দপ্তরের মুহুরি। জমির রেকর্ড সংক্রান্ত প্রতারনা মামলায়

গ্রেফতার করা হলো ভূমি দপ্তরের এক মুহুরিকে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতের নাম নুর সালাম (৫০)। বাড়ি হেমতাবাদ থানার ভাতসিয়া গ্রামে। তার বিরুদ্ধে জমির রেকর্ড নিয়ে প্রতারনার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অনুযায়ী বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠক

কোচবিহার: পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার বর্ষিয়ান নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা দলীয় কার্যালয়ের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী সহ জেলার বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দলীয় রণনীতিও ঠিক

করা হয় এই বৈঠকের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি ব্লক ধরে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই বৈঠকে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল কিভাবে কাজ করবে সে বিষয়ে আলোচনা হয় এদিন।

আবাস যোজনার সার্ভে করতে গিয়ে হেনস্থার মুখে আশা কর্মীরা

শিলিগুড়ি: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছে কর্মরত আশা কর্মীরা এবং আইসিডিএস কর্মীরা। কিন্তু অভিযোগ, এই সার্ভে করতে গিয়ে তাদের ওপর নানা ভাবে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে এবং এর প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে একটি প্রতিবাদ মিছিল করলো পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের সামনে থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় এবং শিলিগুড়ি মহাকুমার শাসকের দপ্তরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় আশা কর্মীরা। পরবর্তীতে তাদের প্রতিনিধির একটি দল মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি দেয়। তাদের দাবি মানা না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেয় সংগঠনের সম্পাদক জয় লোধ।

আচমকাই অবাক দৃশ্য বাংলার আকাশে

নিউজ ডেস্ক: বাংলার আকাশে আচমকাই এক অবাক দৃশ্য দেখা গেলো। আচমকাই বঙ্গের আকাশে দেখা গিয়েছে এক রহস্যময় আলো! বাংলার একাধিক জেলার পথ চলতি সাধারণ মানুষ আকাশে এমন আলো দেখতে পেয়েছেন বলে খবর। এমনিতেই এখন শীতের সময়। খুব তাড়াতাড়ি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে যায়, চারিদিক অন্ধকার হয়ে পড়ে। এদিন সন্ধ্যের সময়তেই আকাশে এই আলো দেখতে পান বিভিন্ন জেলার বাসিন্দারা। যদিও কথা থেকে এই আলো এল তা স্পষ্ট নয় এবং কেউই আপাতত কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারছে না।

তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা যেমন জানাচ্ছেন তাতে অনেকের ধারণা কোনও বিমানে আগুল লেগে থাকতে পারে। তারই হয়তো শিখা কোথাও থেকে বেরচ্ছে এবং আকাশে এমন রহস্য তৈরি করেছে। যারা এই আলো প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের বক্তব্য, আলোর তীব্রতা ছিল অত্যন্ত বেশি এবং তার ওপরের দিকে মুখ ছিল। দেখতে অনেকটা টর্চ লাইটের মতো লাগছিল। যদিও বিমানে আগুন লাগার বিষয়টি অনেক বিশ্লেষক মানতে চাইছেন না। কারণ সেই আগুনের শিখা এমন ওপরের দিকে থাকবে না। এদিকে অনেকে আবার ভাবছেন এটি উল্কাপাত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আগুনের 'লেজ' থাকবে। এমন ওপরের দিকে লাইটের মতো ছবি দেখা যাবে না। তাহলে এই আলোর উৎস কী? ব্যতিক্রমী চিন্তা করে কেউ আবার 'এলিয়েন' বা 'ইউএফও' তথ্যও সামনে আনছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই আলো সম্পর্কে সঠিক কোনও ব্যাখ্যাই মেলেনি।

তুফানগঞ্জ কলেজের এক ছাত্রের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

কোচবিহার: তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের আন্দোরন ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিবাড়ি এলাকায় তুফানগঞ্জ কলেজের এক ছাত্রের বাড়িতে ভাঙচুর ও বোমাবাজির অভিযোগ উঠলো দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। ছাত্রের নাম বিক্রম দাস তুফানগঞ্জ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ছাত্রের অভিযোগ এর আগেও তাকে কলেজে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে। গতকাল রাতে সে বাড়িতে ছিল না সেই সময় হঠাৎই কিছু দুষ্কৃতী এসে তার বাড়িতে ভাঙচুর চালায় ও বোমাবাজি করে।

বাবুরহাট গুলি চালনার কান্ডে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৪ ই ডিসেম্বর রাত সাড়ে নয়টায় কোচবিহার শহর সংলগ্ন বাবুরহাটে দুষ্কৃতীর ছোড়াগুলি কাণ্ডে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল। ১৪ তারিখ রাতে দুষ্কৃতীদের ছড়া গুলিতে দুজন ব্যক্তি আহত হন। এই ঘটনার পরই কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ডিএসপি হেডকোয়ার্টার চন্দন দাস ও কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাসের যৌথ উদ্যোগে কোতোয়ালি থানার স্পেশাল টিম কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অপরাধীদের ধরবার কাজে নামে এবং তাতে সাফল্যও আসে ১৬ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে কোচবিহার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানালেন এই গুলির চালনার ঘটনায় মোট তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে এরা হলেন বাবুরহাট এলাকার সম্রাট আচার্য যিনি কিনা গুলি চালিয়েছিলেন তার সহযোগী হিসেবে থাকা সাহেব কলোনির বিপ্রজিৎ মজুমদার ও পুন্ডিবাড়ির অভিজিৎ মজুমদার কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান গুলি চালান সম্রাট আচার্য যিনি বান্টি নামে পরিচিত। এর আগেও অনেক অপরাধের যুক্ত এই সম্রাট আচার্য। সেদিন তাদের গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ দুটো পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড গুলি সেই সাথে মোটরবাইক ও দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে অপরাধীদের কাছ থেকে। ডিএসপি হেডকোয়ার্টার ও কোতোয়ালি থানার আইসির নেতৃত্বে সাহসী পদক্ষেপ এর জন্য তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এদিন।

সম্পাদকীয়

বিশ্বকাপে ফুটবলে ভারত, আর কত অপেক্ষা ?

হালকা ঠান্ডার মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবলের উষ্ণতা। চারবছর পরপর সারা বিশ্বের সাথে বিশ্বকাপ ফুটবলের জ্বরে আক্রান্ত হই আমরাও। আর্জেন্টিনা না ব্রাজিল ? এই দুইভাগে আমরা ভাগ হয়ে যাই এইসময়।চলে তর্ক বিতর্ক এবং অতি অবশ্যই রাত জেগে খেলা দেখা। খেলার সরঞ্জামের দোকানে বিকোয় প্রিয় দলের জার্সি। যদিও ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার জার্সির ধারে কাছে নেই কোন দেশের জার্সি। সেই কবে পেলে আর মারাদোনার নামে ফুটবলের দুই মহামানব আমাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল। যা চলছে আজও। তাইতো এই সময়টা টিভির দামে ছার দিয়ে কোম্পানিগুলো নামে লাভের খেলায়। তবে এরই মাঝে কোথাও আক্ষেপ থাকে আমাদের মনে। কবে খেলব আমরা বিশ্বকাপ ফুটবল ? এই প্রশ্নটা ১২০ কোটি ভারতীয়র আকুতি হলেও তা বোঝেনা ভারতীয় ফুটবলের কর্তারা। নইলে আই লিগ থেকে আইএসএল এর মত কর্পোরেট লিগ এল। তবুও বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নের বাস্তবায়ন আজও হোলনা আমাদের। আসলে ব্যস্ত রাজনৈতিক নেতারা যদি সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার শীর্ষপদে থেকে দায়সারা কাজ করে তবে ভারতীয় ফুটবলের এই দৈন্যতার ছবি চলতেই থাকবে। বিশেষ করে প্রফুল্ল প্যাটেলের জামানায় চাকচিক্যে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হলেও বাস্তবে থমকে গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতি। অথচ যে জাপান কে এক সময় তিন,চার গোলে পরাজিত করত ভারত। তারা জেলিগ চালু করে আজ ফুটবল বিশ্বের প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। অবাক লাগে ফুটবলের উন্নতির নামে প্রফুল্ল প্যাটেলরা এক কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে সেই লিগকে দেন ভারতের এক নম্বর লিগের মর্যাদা। ক্লাব নয় , কোম্পানী হয়ে হয়ে খেলতে হয় এলিগ। আর অংশ গ্রহনের জন্য দিতে হয় আয়োজক সংস্থাকে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা।সবচেয়ে আর্শ্চয লাগে যে এই লিগে কোন অবনমন নেই। ফলে নেমে যাবার আশংক না থাকায় দলগুলির মধ্যে গাছাড়া ভাব আসছে। একসময়ের অলিম্পিকের চতুর্থ হওয়া এবং এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন দল হলেও আজ বাংলাদেশ,নেপালের মত দলগুলি বুরুদ্ধে জিততে ঘাম ছুটে যায় আমাদের। ফুটবল উন্নতিতে আমাদের দেশের মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতারা দিয়ে যান কেবলই মৌখিক প্রতিশ্রুতি। নইলে প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ব্রাজিলে গিয়ে মনমোহন সিং উচু গলায় বলেছিলেন 'ব্রাজিল আমাদের ফুটবলের উন্নতিতে সাহায্য করবে। সে ব্যাপারে তিনি কথা বলেছেন'। এরপর এক দশক পার হয়ে গেলেও আজও ব্রাজিল আমাদের ফুটবলের উন্নতিতে কোন সাহায্য করেনি। আর এভাবেই বিশ্বকাপ ফুটবলে আমাদের খেলার স্বপ্নের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয়েই চলছে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

বড়দিন বড়ই প্রিয়দিন

..... সোমালি বোস

বড়দিন বা ক্রিসমাস একটি সার্বিকভাবে পালিত খৃস্টানদের উৎসব হলেও বর্তমানে জাতি, ধর্ম, দেশ নির্বিশেষে এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক উৎসবেরই রূপ পেয়েছে। ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখটি যীশু খৃষ্টের জন্মদিন, আর এইদিনটিকেই বড়দিন বা ক্রিসমাস নামে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও আজকাল পুরো ডিসেম্বর মাসই খৃস্টান দেশগুলিতে বড়দিন হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। যীশুখৃস্ট এর অমৃতবাণী, "মানুষকে ভালোবাসো। মানুষের সকল অপরাধ ক্ষমা করো। যারা তোমাদের শত্রু তাদেরকেও ভালোবাসো। মানুষকে ভালোবাসলে ঈশ্বর তোমাদের ভালোবাসবেন"- তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাঁর জন্মদিনটি সত্যিই বড়ই প্রিয়দিন হয়ে উঠেছে। খৃস্টধর্মের প্রবর্তক হলেন যীশু খৃস্ট। আজ থেকে প্রায় দুইহাজার বছর আগে জেরুজালেমের বেথেলহেম শহরের এক আস্তাবলে এক ইহুদি পরিবারে যীশুর জন্ম হয়। পিতা জোসেফ এবং মাতা হলেন মেরী। ২৫শে ডিসেম্বর এক্সমাস ডে এক আনন্দের দিবস। ওইদিন সকলে গীর্জায় গিয়ে যীশুর বন্দনায় মত্ত হয়ে ওঠেন এবং পাপমুক্ত জীবনের জন্য যীশুখৃষ্টের কাছে প্রার্থনা করেন। গীর্জাগুলি খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়। চারিদিক আলো ঝলমল করে ওঠে । সকলে মোম জ্বালিয়ে যীশুখৃস্ট এর জন্মদিন পালন করেন এবং একে অপরকে সুন্দর সুন্দর উপহার প্রদান করে থাকে। এইদিনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় খাবার হলো সুন্দর সুসজ্জিত কেক, যা প্রায় প্রতিঘরেই ওইদিন বানানো বা কেনা হয়ে থাকে আজকাল। ওইদিন চার্চে প্রার্থনার পর সকল শিশুরা চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম দর্শন করে আনন্দ উৎসব দীর্ঘায়িত করে থাকে। নানান ধর্মের মিলনক্ষেত্র হলো আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। তাই আমাদের দেশও অতীব সুন্দরভাবে এই খৃস্টমাস ডে বা বড়দিন পালন করে থাকে। ওইদিন সব বিদ্যালয়ে ক্রিসমাসডে উপলক্ষে ছোটো ছোটো বিদ্যার্থীদের নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা সান্তাক্লজ সেজে ছাত্রছাত্রীদের নানা উপহার দিয়ে থাকেন। চারিদিক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে জিঙ্গেল বেল , জিঙ্গেল বেল গানে। এ এক অতি সুন্দর মূহুর্ত। যা আমার কাছে অতীব প্রিয় এবং এই মুহূর্ত গুলোও বড়দিনকে বড়োই প্রিয়দিন করে তুলেছে সমাজে। ডিসেম্বর এলেই প্রতিটি শিশু অপেক্ষা করতে থাকে ওই বিশেষ দিনটির। তারা সান্তাক্লজ এর উপহারের জন্য বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। সকাল হতেই ছুটে যায় চার্চে বড়দিনকে আরও প্রিয়দিন করে তুলতে।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ভালোবাসা আর ক্ষমার মহান দূত যীশুখৃস্ট ঈশ্বর এর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তার হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে, "হে পিতা তুমি এদের ক্ষমা করো। এরা জানে না ,এরা কি করছে।" সত্যি এ একমাত্র তাঁর মতো মহৎ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। বড়দিন প্রকৃতপক্ষে বড়োই প্রিয় মানুষটির দিন।

স্বাস্থ্য কথা

হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বুঝবেন কিভাবে ?

ডাঃ অজয় মন্ডল

যখন হৃদপিণ্ড বেষ্টনকারী কোনো ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধে তখন হৃদপিণ্ডে রক্ত প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি হয় তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়। বয়স, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, উচ্চ কোলেস্টেরল প্রধানত উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড, অতিরিক্ত ধুমপান, অতিরিক্ত মেদ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান, মানসিক চাপ— এগুলি মূলত হার্ট অ্যাটাকের মূল কারন হিসাবে ধরা হয়। অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক হলেও রোগী বুঝতে পারে না। যেমন সুগার থাকলে হার্ট অ্যাটাকে বুকে ব্যাথা হয় না। সমস্যা হল কখনও কখনও বুকে ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, ফলে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা তা খুব ভাল করে বোঝা যায় না। তাই বুকে ব্যথা ছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের আরো অনেক লক্ষণ আছে সেগুলি সম্বন্ধেও আপনাদের জানা জরুরী কারন হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর সঠিক সময়ে চিকিৎসা করাটা খুব জরুরী না হলে রোগীর জীবনহানি ও ঘটতে পারে। তাই জেনে নেওয়া যাক হার্ট অ্যাটাকের প্রধান লক্ষণগুলি কি কি?

1. বুকে ব্যথা: সাধারণত বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড চাপ চাপ ব্যথা অনুভূত হয়। মনে হয় বুকের মাঝে ভারী কোনো জিনিস চেপে বসে আছে। আস্তে আস্তে সেই ব্যথা চোয়ালে, পিঠে অথবা বাম কাঁধ ও বাম হাতে ছড়িয়ে পড়ে। বাম হাত চোয়াল অবশ হতে পারে। বিশ্রাম নিলেও ব্যথা না কমা। অনেক সময় বুকে অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ছোট হয়। এগুলি হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম লক্ষণ ।

2. শ্বাসকষ্ট ও দম বন্ধ হয়ে যাওয়া : যদি আপনার শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনও সমস্যা না থাকে এবং হঠাৎ করে বুকে ব্যথা সাথে দম নিতে অসুবিধা ও দমবন্ধ ভাব অনুভূত হয় , তবে সেটা খারাপ লক্ষণ। অল্পতেই দম ফুরিয়ে যাওয়া, মুখ দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম লক্ষণ।

3. অতিরিক্ত ঘাম হওয়া: বুকে ব্যথা সাথে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ। পরিশ্রমের মাত্রা বা আবহাওয়ার কারণ ছাড়াই, অনুপাতের বাইরে ঘাম হওয়া। হাঁটার মতো সাধারণ কাজেই দুর্বলতা আসে সাথে ঘাম হতে পারে। ঘাম দিয়েই শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। যখন হার্ট ব্লক হয় তখন রক্ত সঞ্চালনে হৃদপিণ্ডের অনেক বেশি কাজ করতে হয়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ঘামের সৃষ্টি হয় এবং এই ঘাম সাধারণত অনেক ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা হয় না কিন্তু অতিরিক্ত ঘাম, বুক ধড়ফড় হয় যা হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম লক্ষণ।

4. হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া: যদি বুকে ব্যথা হওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, তা হলে বুঝবেন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

5. প্রচন্ড ক্লান্তি ভাব ও হাঁফিয়ে যাওয়াঃ অ্যাটাকের পূর্বে প্রচণ্ড ক্লান্তি ভাব আসে কারণ হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে ব্লকেজের ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলিতে অক্সিজেনের অভাব হয়, যার ফলে শরীরের অন্যান্য অংশে রক্ত সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। তখন শরীরের অন্যান্য অংশের পেশীগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ে।

6. বুকে ব্যথা সাথে বমিঃ কিছু ক্ষেত্রে, অনেক কম পরিশ্রমে সৃষ্ট শ্বাসকষ্টের পরে গ্যাস্ট্রোলজিকাল অস্বস্তির লক্ষণ দেখা দেয়, যার ফলে বমি ভাব এবং বমি হয়। বমি হওয়ার পর ও যদি বুকে চাপ চাপ ও অস্বস্তি ভাব না কমে তাহলে বুঝবেন এটা গ্যাসের ব্যথা নয় এটা হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা ।

7. পরিশেষে এটাই বলার যদি বুকে ব্যথা হয় নিজে পাকামী করে গ্যাস বলে ঔষধ না খেয়ে সঠিক সময়ে চিকিৎসকের কাছে যান। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলুন। কারন হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর সঠিক সময়ে চিকিৎসা করাতে পারলে রোগীর জীবনহানির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব যেকোনো হসপিটালের আপদকালীন বিভাগে নিয়ে যাবেন।

বই এর সাথে পথচলা

এসে গেল শীত সাথে কমলালেবু আর অবশ্যই প্রিয় বইমেলা। সামনেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বইমেলার তারপরেই আসছে কলকাতা বইমেলা। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের থেকে উঠে আসছেঅনেক নতুন লেখক লেখিকা। সাথে আরও কিছু পরিচিত স্বনামধন্য উত্তরবঙ্গের লেখক লেখিকাদের বই নিয়ে পাঠকদের পরিচিত করতে এগিয়ে এল পূর্বোত্তর। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে

তপন রায় প্রধান

কর্মজীবনে ছিলেন কলকাতা দূরদর্শনের আধিকারিক। সেইসাথে বাচিক শিল্পী ও ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী। একটা সময় করেছেন কমিউনিস্ট রাজনীতি। তারবর্নময় জীবনের কথা নিয়েই তাই এই বই।

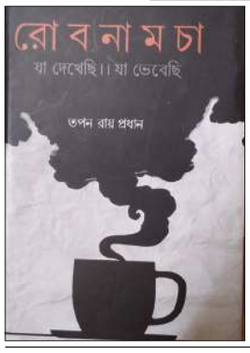

সুবীর সরকার

সুবীর সরকার একজন জনপ্রিয় কবি ও গদ্যকার। মিশে যান মাটির প্রান্তিক মানুষের মাঝে। লোকসংগীত লোকসংস্কৃতির প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। তার বই মানেই নতুনত্বের স্বাদ। এবারের বইমেলায় তার নতুন এই বই আসছে পাঠকের সামনে।

কুমার মৃদুল নারায়ণ

কুমার মৃদুল নারায়ণ কোচবিহার রাজ পরিবারের অন্যতম সদস্য। সেই সাথে দি কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসার্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র পদেও আছেন তিনি। পেশায় শিক্ষক কুমার মৃদুল নারায়ন সময় পেলেই ছুটে বেড়ান কুচবিহার রাজবংশের নানা ইতিহাস খোঁজার কাজে। এইভাবে ফিল্ড ওয়ার্ক এর মাধ্যমে অনেক পরিশ্রমে তিনি রচনা করেছেন কুচবিহার রাজবংশের ওপর গবেষণাধর্মী এই বইটি প্রকাশক হিসেবে আছেন কুচবিহার রাজ পরিবারের সাবেক সদস্য বিশিষ্ট আইনজীবী কুমার ধীরাজ নারায়ণ।

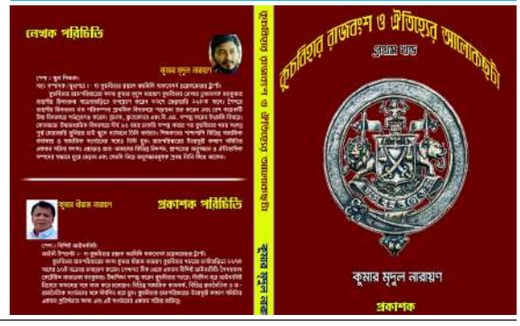

স্মৃতিপথে হাঁটলো ইন্দ্রজিতের বাঁশি দশম বাংলাদেশ বইমেলায়

রবিবার ৪ ডিসেম্বর কলেজ স্ট্রিটের আপামর বাঙালির প্রিয় জায়গা কলেজ স্কোয়ারে আয়োজিত দশম বাংলাদেশ বইমেলার তৃতীয় দিনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় হাজির ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট বাঁশিবাদক শ্রী ইন্দ্রজিৎ বসু। সাথে তরুণ এবং সম্ভাবনাময় তবলাবাদক শ্রী নীলিমেশ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানমঞ্চে কবিতাপাঠ ও লোকগানের পাশাপাশি ইন্দ্রজিতের বাঁশি ও সাথে নীলিমেশের সঙ্গত মন জয় করে উপস্থিত সকলের।

বাঁশিতে অপরাহ্নকালের রাগ পটদীপকে বেছে নেয় ইন্দ্রজিৎ। নয় মাত্রার মধ্যলয় মত্ততাল এবং দ্রুত তিনতাল-এ পরিবেশিত রাগ পটদীপ যেন উপস্থিত অনেককেই স্মৃতিমেদুর করে তুলেছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতে হিন্দু স্কুল, গোয়েঙ্কা কলেজ আর বইপাড়াতে জীবনের বেশ কয়েকটা বছর কাটানোর মধুর স্মৃতির কথা স্বভাবতই চলে এসেছিল তার নিজের ক্ষুদ্র আলাপে। অনুষ্ঠান শেষ হয় "বাজে মুরালিয়া" ভজনটি

দিয়ে। বইমেলার মঞ্চে বাঁশি বাজিয়ে সকলের মন ভালো করে দিলেন ইন্দ্রজিত বসু বাঁশিওয়ালা দক্ষ পুলিশ অধিকর্তা।

নন্দনে উত্তরণের পথে বিক্রমের গান

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ছেলে বিক্রম শীল এখন তার গানের জন্য আজ এক চেনা মুখ। রাসমেলা থেকে শুরু করে বিগ বাজেটের পুজোর থিম সং গাওয়ার সুবাদে তার জনপ্রিয়তার গ্রাফও আজ উর্দ্ধমুখী। বিভিন্ন শর্ট ফ্লিমে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্বও সামলেছে সে। এবার বিক্রমের সাফল্যের মুকুটে জুটল আরেকটি পালক। গত ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার নন্দনে অনুষ্ঠিত হয় সুতানুটি ফ্লিম ফেস্টিভাল। এই ফেস্টিভালে দেখান হয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা 'উত্তরণের পথে'। এই সিনেমাটিতে বিক্রমের লেখা ও সুরকরা দুটি গান আছে। এরমধ্যে একটি গান নিজেই গেয়েছে বিক্রম। কোচবিহারের মানুষ

স্বাভাবিকভাবে বিক্রম শীলের এই সাফল্যে যথেষ্ট আনন্দিত।

প্রথম বর্ষপূর্তিতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দিল কোচবিহার শিল্পী সংসদ

পার্থ নিয়োগী: সারাবিশ্ব যে সময়টা করোনা অতিমারিতে অন্ধকারময় ঠিক সেই সময় কোচবিহারের কয়েকজন উদ্যোগী ব্যাক্তি মিলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রসারে গঠন করেছিল কোচবিহার শিল্পী সংসদ নামে একটি সংস্থা। দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল তাদের। এই এক বছরে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি কোচবিহারবাসীর মন ছুয়ে গেছে। আর তাদের প্রথম বর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে গত ডিসেম্বর কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে এক সুন্দর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দিল কোচবিহার শিল্পী সংসদ। এদিনের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রদীপ প্রজ্বোলনের মধ্যে দিয়ে কোচবিহার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা রেজিক ভিয়া নাথ। স্বাগত ভাষণে কোচবিহার শিল্পী সংসদের উদ্দেশ্য ও পথচলার কথা তুলে ধরেন সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য। এদিনের সন্ধ্যায় শিল্পী সংসদের আমন্তণে নাটক মঞ্চস্থ করতে আসে ব্যান্ডেলের আরোহী সংস্থা। তারা মঞ্চস্থ করে নাটক 'কীট'। যা দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নেয়। এদিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হিসেবে ছিল বিখ্যাত ওড়িশি নৃত্যগুরু স্বর্গীয় গিরিধারী নায়েকের সুযোগ্যা কন্যা সুজাতা নায়েকের শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান। সুজাতার নাচের ছন্দে আন্দোলিত হয় উপস্থিত সকলে। গুরুবন্দনা থেকে শুরু করে ওড়িশি কায়দায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' এক অন্যমাত্রা এনে দেয়। প্রশংসা করতে কোচবিহার শিল্পী সংসদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। বাংলা হিন্দি ভাষায় একই তালের শিল্পী সংসদের সঙ্গীত কোলাজের অনুষ্ঠান ছিল অসাধারন। তাদের কবিতা কোলাজের মধ্যে দিয়ে যথাযথভাবে সমাজের বিভিন্ন দিকগুলোকে প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ভাল লাগল সবশেষে কোচবিহার শিল্পী সংসদের তরফে গুণীজন সম্মাননার প্রদানের মত অনুষ্ঠান দেখে। এদিনের অনুষ্ঠান কোচবিহার শিল্পী সংসদের একটা দিক প্রমাণ করল যে কোচবিহারের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় এই সংস্থা অনেক কিছু উপহার দিবে কোচবিহারবাসীকে।

ফর্মুলা ই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে বেঞ্চমার্ক সেট করবে টিসিএস৬

কলকাতা: টিসিএস রেসিং আই-টাইপ ৬ নিয়ে এল জাগুয়ার। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত এবিবি এফআইএ ফর্মুলা ই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জেতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এই জাগুয়ার রেসিং কার। বলাবাহুল্য, এটি হল সর্বকালের সেরা অল-ইলেকট্রিক জাগুয়ার রেস কার।

জাগুয়ারের ফর্মুলা ই রেস কারের তৃতীয় প্রজন্ম বা জেন ৩ ফর্মুলা ই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে একটি নতুন বেঞ্চমার্ক সেট করবে। যার সর্বোচ্চ গতি হবে ২০০এমপিএইচ। জাগুয়ারের এই রেসিং আই-টাইপ ৬ হল ৭৪ কেজি লাইটার এবং ১০০ কেডব্লিউ এর আগের গাড়িগুলোর চেয়ে বেশি শক্তিশালী। যা সর্বোচ্চ ৩২১ কিমি/ঘন্টা গতিতে পৌঁছাতে সক্ষম। এছাড়া জাগুয়ার রেসিং কার ৬- তে রিজেনারেটিভ ব্রেকিং এর বৈশিষ্ট্য এত শক্তিশালী যে এটিতে কোন প্রচলিত রিয়ার ব্রেক নেই।

২০২৩-এর ১৪ জানুয়ারী জাগুয়ার টিসিএস রেসিং কার প্রথম রেসিং ট্রাকে নামবে মেক্সিকো সিটিতে। এখানে মেক্সিকোর ১২টি শহরে জাগুয়ার রেসিং কারের ১৭ টি রেস অনুষ্ঠিত হবে। পরে ১১ ফেব্রুয়ারী ভারতের হায়দ্রাবাদে জাগুয়ার টিসিএস-এর রেস হবে।

ডব্লিউএসসি-তে ১১ তম স্থানে ভারত

কলকাতা: ওয়ার্ল্ড স্কিলস প্রতিযোগিতায় (ডব্লিউএসসি) ২টি রূপো, ৩টি ব্রোঞ্জ এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ১৩টি তথা ১৯টি মেডেল জিতে ডব্লিউএসসি সালের ডব্লিউএসসি-তে ১১ তম স্থান অর্জন করেছে ভারত। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ভারতের স্থান ছিল ১৩। উল্লেখ্য, এই ডব্লিউএসসি প্রতিযোগিতা প্রতি দুই বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর প্রতিযোগিতাটি ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়া জুড়ে ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দল ১২টি দেশের ২০ টি শহরে অংশগ্রহণ করে।

এই বছর, ওয়ার্ল্ড স্কিলস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল ৫৬ জন প্রতিযোগী, ৫০ জন বিশেষজ্ঞ, ১১ জন দোভাষী এবং সাত জন টিম ম্যানেজার সহ ৫০ টি দক্ষতায় অংশগ্রহণ করে। ভারতীয় টিমের নেতৃত্ব করেন ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ডস্কিলসের ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্নেল অরুণ চান্দেল।

বলাবাহুল্য, ৫০ টি দক্ষতায় ছয়টি দক্ষতার মধ্যে দুটি প্রতিযোগীর একটি দল ছিল। ৫৬জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১১ জন ছিলেন মহিলা এবং ১২ জন প্রার্থী ছিলেন আইটিআই থেকে।

১২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭টি স্থানে শুরু হবে শিক্ষানবিশ মেলা

কলকাতা: নরেন্দ্র মোদীর স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের অধীনে ভারতীয় যুবকদের ক্যারিয়ারে গড়ে তুলতে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের (এমএসডিই) তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষানবিশ মেলা (পিএমএনএএম) আয়োজন করবে। ১২ ডিসেম্বর থেকে ২৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৯৭টি স্থানে এই মেলা শুরু হবে। শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় যুবকদের ক্যারিয়ার তৈরি করতে যেমন তাঁদের মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ঠিক তেমনি কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীকেও মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিও অংশগ্রহণ করবে।যে প্রার্থীরা ক্লাস ৫ থেকে ১২ শ্রেণী পাস করেছেন এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ বা আইটিআই ডিপ্লোমার শংসাপত্র রয়েছে তারা এই শিক্ষানবিশ মেলায় চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলি একটি একক প্ল্যাটফর্মে সম্ভাব্য শিক্ষানবিশদের সাথে দেখা করার এবং ঘটনাস্থলেই তারা আবেদনকারীদের বেছে নেবেন তাঁদের কোম্পানিতে কাজের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের সচিব অতুল কুমার তিওয়ারি বলেন, আমাদের লক্ষ হল কোম্পানিগুলিকে আরও শিক্ষানবিশ নিয়োগের জন্য উৎসাহিত করা।

প্রোগ্রাম ফি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের ক্ষমতায়ন

কলকাতা: শিক্ষানবিশ-ভিত্তিক স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতের যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য PodarEduspace Pvt Ltd, এবং EduCLaaS প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে একটি এমওইউ স্বাক্ষর করল ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) । এনএসডিসি-র সিওও বেদ মণি তিওয়ারি, পোদারএডুস্পেস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর রাজীব পোদার প্রমুখের উপস্থিতিতে এই এমএমওইউ বা মউ স্বাক্ষর হয়।

প্রাথমিক ভাবে দুটি প্রোগ্রাম চালু করা হবে। যা তরুণ ভারতীয় প্রতিভা পুলকে দক্ষ করবে। এই প্রোগ্রামগুলির সময়কাল হল ২৪ মাস। যেখানে প্রার্থীরা প্রথম ছয় মাস অনলাইন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাবে এবং তারপরে ১৮ মাসের অনলাইন অন-দ্য-জব কর্পোরেট শিক্ষানবিশের মাধ্যমে একটি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করবে। এই সব প্রশিক্ষণই হবে প্রোগ্রাম ফি। যা শিক্ষার্থীদের জন্য জিরো কস্ট প্রোগ্রাম তৈরি করে শিক্ষানবিশ দ্বারা অর্থায়ন করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে মেধাবী প্রার্থীদের বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারভিউ এবং শিক্ষানবিশের সুযোগ দেওয়া হবে।

সিওও বেদ মণি তিওয়ারি বলেন, এনএসডিসি-র উদ্দেশ্য হল সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের ভবিষ্যত দক্ষতার উপর ফোকাস করা। যাতে তারা ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং-এ তিন ধাপ এগিয়ে গেলেন হভল্যান্ড

কলকাতা: এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার হিরো ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জ জিতলেন ভিক্টর হভল্যান্ড। ফাইনালে তিনি শেষ করেন ১৬-অন্ডার ২৭২ এ। টাইগার উডস এবং হিরো মোটোকর্পের চেয়ারম্যান ও সিইও ডাঃ পবন মুঞ্জাল পুরস্কার হিসেবে ট্রফি সহ এক মিলিয়ন ডলার তাঁর হাতে তুলে দেন।

হিরো ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জ জেতার ফলে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টে তিন ধাপ এগিয়ে গেলেন হভল্যান্ড। বর্তমানে হভল্যান্ডের ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং নয়। উল্লেখ্য, হোভল্যান্ড টুর্নামেন্টের আয়োজক টাইগার উডসের সাথে একমাত্র ব্যাক-টু-ব্যাক বিজয়ী হিসাবে যোগদান করেছিল।

একপর্যায়ে হোভল্যান্ড চার শটে এগিয়ে ছিল কিন্তু অপর প্রতিদ্বন্দ্বি শেফলার সরে যেতে অস্বীকার করলে, হভল্যান্ডও শেষের দিকে চাপে পড়ে যাযন। তখন তিনি সহজ তিন-শট লিড নিয়ে চূড়ান্ত রাউন্ড শুরু করেন। এরপর রাউন্ডের বেশিরভাগ অংশের জন্য তিনি ঠিক তাই করেছিলেন।

ইন্দো-জার্মান যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের ১২ তম সভা

কলকাতা: যুবকদের সঠিক দক্ষতার সাথে ক্ষমতায়ন করে এবং তাদের সঠিক সুযোগে প্রবেশাধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চালিত করতে, ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (VET) কে উৎসাহিত করার জন্য আজ নয়াদিল্লিতে ইন্দো-জার্মান যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের ১২ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে আলোচনার লক্ষ্য ছিল জার্মান মান অনুযায়ী দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য VET-এর একটি মানক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। দক্ষতার ফাঁক মূল্যায়নের জন্য একটি দক্ষতা ম্যাপিং অনুশীলন করা হবে এবং এর ভিত্তিতে ভারতীয় কর্মীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য ব্রিজ কোর্স এবং আপস্কিলিং প্রোগ্রামগুলি ডিজাইন করা হবে।

ডঃ কে কে দ্বিবেদী, জয়েন্ট সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিউর্শিপ, গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং মিঃ আলেকজান্ডার হোচরাডেল, ডিভিশন ২২২-এর সিনিয়র পলিসি অফিসার: ERASMUS; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন, ফেডারেল মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (বিএমবিএফ) এই সভায় সহ-সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকের সময়, দুই অংশীদার দেশ নিয়োগকর্তার সংযোগের জন্য একটি কাঠামো স্থাপন এবং উভয় দেশের প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের G2G, G2B এবং B2B টাই-আপের মাধ্যমে কীভাবে দক্ষ প্রত্যয়িত কর্মীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে একটি আলোচনা করেছে।

শ্রী ডঃ কে কে দ্বিবেদী, ভারত সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বলেছেন, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শক্তির কারণে জার্মানি ইউরোপে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এবং আজকের বৈঠকে যে আলোচনা হয়েছে তা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক সমর্থন ও মেধা প্রদানের মাধ্যমে আমরা অর্থনীতিকে চালিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করবো।

গ্রাহক পেজ ভিউয়ের ভিত্তিতে আইএমবিডি-র র‍্যাঙ্কিং

কলকাতা: গ্লোবাল সুপারস্টার ধনুশ আইএমবিডি ২০২২ সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় তারকাদের নাম ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাপী আইএমবিবিডি-র ২০০ মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহক মাসিক পেজ ভিউয়ের উপর ভিত্তি করে ধনুশ শীর্ষ ১০জন তারকার র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করেছে।

আইএমবিডি-র র‍্যাঙ্কিং-এ এই বছরের শীর্ষস্থানীয় ১০ জন সেলিব্রিটি হল— ধনুশ, আলিয়া ভাট, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, রাম চরণ তেজা, সামান্থা রুথ প্রভু, হৃতিক রোশন, কিয়ারা আদবানি ,এন. টি রামা রাও জুনিয়র ,আল্লু অর্জুন ,যশ ।

এখানে তাঁদেরই নাম রয়েছে যাঁরা আইএমবিডি-র সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং চার্টে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। আইএমডিবি ইন্ডিয়ার প্রধান ইয়ামিনী পাটোদিয়া বলেন, ভারতীয় সিনেমা, ওয়েব সিরিজ এবং তারকাদের সম্পর্কে আরও জানতে বিশ্বজুড়ে মানুষ আইএমবিডি-র দিকে ঝুঁকছে।

হিরো মোটো স্পোর্টস ডাকার সমাবেশের জন্য প্রস্তুত

কলকাতা: হিরো মোটো স্পোর্টস টীম র‍্যা লি, বিশ্বের বৃহত্তম মোটরসাইকেল এবং স্কুটার প্রস্তুতকারক – হিরো মোটরক্রপ-এর মোটরস্পোর্ট দল, আজ ডাকার র‍্যা লি ২০২৩-এর জন্য তার রাইডার লাইন-আপ ঘোষণা করেছে।

ডাকার ২০২৩-এ, দলটির চার সদস্যের একটি রাইডার স্কোয়াড থাকবে – ফ্রাঙ্কো কাইমি, জোয়াকিম রড্রিগেস, রস ব্রাঞ্চ এবং সেবাস্তিয়ান বুহলার – তাদের মধ্যে দুজন ডাকার স্টেজ বিজয়ী। হিরো মোটো স্পোর্টস টীম রেলি ২০২২ রেসিং সিজনে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করেছে। দলটি বিশ্বজুড়ে প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষায় কয়েক মাস ব্যয় করেছে। টিম রাইডার কাইমি এবং বুহলার ২০২১ সালে তাদের ক্র্যাশ থেকে পুনরুদ্ধারের কয়েক মাস পরে রেসিংয়ে ফিরে আসেন। জোয়াকিম রড্রিগেসের (JRod) জন্য এটি সপ্তম ডাকার, যিনি ডাকার ২০২২-এ একটি মঞ্চ জিতেছিলেন। ২০১৬ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে দলটির সাথে, ওয়ার্ল্ড র‍্যা লি রেইড চ্যাম্পিয়নশিপ (W2RC) এর উদ্বোধনী মৌসুমে JRod-এর পারফরম্যান্স ধারাবাহিক ছিল এবং তিনি নিজের সাফল্য নতুন করে লেখার আশা নিয়ে সৌদি আরবে ফিরছেন।

হিরো মোটো স্পোর্টস টিম র‍্যা লির টিম ম্যানেজার ওফগ্যাং ফিশার বলেছেন, "এখন পর্যন্ত আমাদের একটি দুর্দান্ত বছর কেটেছে এবং আমরা ডাকার ২০২৩-এ শক্তিশালী পারফরম্যান্সের মাধ্যমে পরবর্তী মৌসুম শুরু করার অপেক্ষায় রয়েছি"।

ডুওলিঙ্গো- বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অ্যাপ

কলকাতা: বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অ্যাপ। এটি আজ দেশে ২০২২ ডুওলিঙ্গো ভাষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যা ভারতীয় পর্যটকদের ভ্রমণের যাত্রাপথ তৈরি করার সময় একটি গন্তব্যের স্থানীয় ভাষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অন্বেষণ করে। ভ্রমণের মনোভাবকে উচ্চ রেখে, বিশ্বের #১ অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, এই সপ্তাহে 'ডুওলিঙ্গো ল্যাঙ্গুয়েজ রিপোর্ট' চালু করেছে।

ভাষা এবং সংস্কৃতি একে অপরের সাথে জড়িত, এবং আপনি অন্যটির স্পষ্ট বোঝা ছাড়া একটি শিখতে পারবেন না। আপনার গন্তব্যের স্থানীয় ভাষা জানা স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে আরও ব্যক্তিগত এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি করে! এটাও আকর্ষণীয় যে ডুওলিঙ্গো দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায়, উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৪০%) টায়ার-৩ শহরের অন্তর্গত যা ইঙ্গিত করে যে এই শহরগুলিতে ভাষা শিক্ষা আরও বেশি ট্র্যাকশন অর্জন করছে। সারাদেশে টায়ার-৩ বাজারের বিবেচনামূলক ব্যয় ক্ষমতার বিশাল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, তারা অভিজ্ঞতায় আরও বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। ডুওলিঙ্গো tier-২ এবং tier-৩ বাজার থেকে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকদের প্রত্যক্ষ করেছে যারা তাদের দিগন্ত প্রসারিত করতে নতুন ভাষা শিখতে চায়।

ভারতের কান্ট্রি মার্কেটিং ম্যানেজার, ডুওলিঙ্গো ল্যাঙ্গুয়েজ রিপোর্টের ২০২২ সংস্করণে মন্তব্য করে, করণদীপ সিং কাপানি বলেছেন, "ভারতীয় ভ্রমণকারীদের সাহায্য করার জন্য যারা খাঁটি স্থানীয় অভিজ্ঞতা খুঁজছেন, তাদের স্থানীয়দের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চান, ডুওলিঙ্গোতে ভ্রমণের নির্দিষ্ট সহজ এবং মৌলিক মডিউল রয়েছে"।

টাটা মোটরস ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে বাণিজ্যিক গাড়ির দাম বাড়াবে

কলকাতা: ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট কমার্শিয়াল ভেহিকল মেকার টাটা মোটরস, ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে তার বাণিজ্যিক যানবাহনের দাম ২% পর্যন্ত বৃদ্ধি করবে।

যদিও দাম বৃদ্ধি পৃথক মডেল এবং ভেরিয়েন্ট অনুসারে পরিবর্তিত হবে, তাই এটি বাণিজ্যিক যানবাহনের সম্পূর্ণ পরিসরে প্রযোজ্য হবে।

কোম্পানিটি বর্ধিত খরচের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ শোষণ করছে, কিন্তু সামগ্রিক ইনপুট খরচের তীব্র বৃদ্ধি এই ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধির কিছু অনুপাতকে অতিক্রম করতে বাধ্য করেছে।

MSDE এবং ISRO টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধন করতে সহযোগিতা করেছে

কলকাতা: ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, যেগুলি স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ (MSDE) মন্ত্রকের অধীনে প্রধান প্রতিষ্ঠান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির কর্মযোগী মিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেঙ্গালুরু, মুম্বাই এবং ত্রিবান্দ্রমে ISRO কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে। এটি একটি সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ যার লক্ষ্য সরকারি কর্মীদের দক্ষতা উন্নত করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মহাকাশ শিল্পে ভারতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও অবদান রাখা। শ্রী সুধীর কুমার, ডিরেক্টর, CBPO, ISRO HQ, NSTI ব্যাঙ্গালোরে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রেনারশিপ (MSDE) এবং ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO) মহাকাশ বিভাগের প্রযুক্তিগত কর্মীদের বিকাশের জন্য একটি "মেমোরান্দুম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং" (MoU) স্বাক্ষর করেছে এবং এই সহযোগিতার সাথে, ISRO প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। NSTI ব্যাঙ্গালোরে ট্রেনিং প্রোগ্রামটি হাইড্রলিক্সের উপর 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইড্রলিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোলস' কোর্স দিয়ে শুরু হয়। এই কোর্সটি তরল পাওয়ার সিস্টেম, হাইড্রলিক্স এবং নিউমেটিক্সের মধ্যে পার্থক্য এবং মৌলিক জলবাহী আইন, জলবাহী সিস্টেমের উপাদান, জলবাহী প্রতীক, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ভালভ, চাপ নিয়ন্ত্রণ ধারণা, চাপ-নিয়ন্ত্রিত ভালভ, জলবাহী সঞ্চয়কারী এবং ব্যবহারিক প্রদর্শনের মতো বিষয়গুলিকে কভার করে।

শ্রী অতুল কুমার তিওয়ারি, মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রেনারশিপ বলেছেন, "ভারতের মহাকাশ বাস্তুতন্ত্র দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে উদীয়মান প্রযুক্তির আবির্ভাবের সাথে এবং এর মতো সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রোগ্রামগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের নতুন রিজিয়োনাল স্টকইয়ার্ড

কলকাতা: হরিয়ানার ফারুক নগরে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) তাদের উত্তর ভারতের প্রথম রিজিয়োনাল স্টকইয়ার্ড উদ্বোধন করল। নতুন স্টকইয়ার্ডটি টিকেএম-এর দ্বিতীয় রিজিয়োনাল স্টকইয়ার্ড। ২০২০ সালে গুয়াহাটিতে টিকেএম-এর প্রথম রিজিয়োনাল স্টকইয়ার্ড চালু করা হয়েছিল।

ফারুকনগরে স্টকইয়ার্ড খোলার ফলে পাঞ্জাব, হরিয়াণা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ডিলারদের 'ডেলিভারি টাইম' বর্তমানের ৬-৮ দিনের স্থলে দুইদিন হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, বিগত দুই বছরে টয়োটা উত্তরভারতে সেলস ও সার্ভিসের সুবিধাসম্পন্ন ২২টি নতুন কাস্টমার টাচপয়েন্ট খুলেছে। বর্তমানে ভারতে টিকেএম-এর প্রোডাক্ট লাইন-আপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নতুন ইনোভা হাইক্রশ ও আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের 'এ চিট ডে'

কলকাতা: একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রশংসিত পরিচালক গৌতম অরোরা পরিচালিত রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের নতুন শর্ট ফিল্ম 'এ চিট ডে'র প্রিমিয়ার হল।

এই ফিল্মের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফোর মোর শটস প্লিজ খ্যাত অভিনেতা রাজীব সিদ্ধার্থ ও নীরজা খ্যাত অভিনেত্রী এষা এ চোপড়া। রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের 'এ চিট ডে'তে এক অন্যরকম কাহিনীর চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে নিজেদের খুশির কথা জানিয়েছেন অভিনেতা রাজীব সিদ্ধার্থ ও অভিনেত্রী এষা এ চোপড়া।

পরিচালক গৌতম অরোরা জানান, রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস হল শর্ট ফিল্মের এক আদর্শ মঞ্চ যেখানে 'এ চিট ডে'র মতো উদ্ভাবনী স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করা সুযোগ পাওয়া যায়। 'এ চিট ডে' চলচ্চিত্রটির প্রথম এক্সক্লুসিভ প্রিমিয়ার হবে রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে।

বিনামূল্যে ক্রেডিট প্রদান করবে মেট্রো কোটাক ক্রেডিট কার্ড

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড ("KMBL"/Kotak) মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি ইন্ডিয়ার সহযোগিতায়, ইন্ডিয়াস লিডিং অর্গানাইজড হোলসেলার এবং ফুড স্পেশালিটিস আজ একটি নতুন কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড লঞ্চ করেছে। যার নাম হলো 'মেট্রো কোটাক ক্রেডিট কার্ড'। এই কার্ডটি সহজে, সুদ পরিশোধ করবে এবং বিনামূল্যে ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করবে ৪৮ দিন পর্যন্ত ৩ মিলিয়নেরও বেশি নিবন্ধিত মেট্রো ইন্ডিয়া গ্রাহকদের জন্য। কার্ডটি RuPay নেটওয়ার্কেও লঞ্চ করা হয়েছে।

মেট্রোর গ্রাহক বেসে ছোট ব্যবসায়ী, কিরানার মালিক, MSME, ছোট রেস্টুরেন্ট, HoReCa (হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ক্যাটারার) প্লেয়ার, অফিস, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, সেইসাথে স্ব-নিযুক্ত পেশাদাররাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। নতুন মেট্রো কোটাক ক্রেডিট কার্ডটি ভারতের ২১টি শহরে ৩১টি পাইকারি বিতরণ কেন্দ্রের (স্টোর) মেট্রোর নেটওয়ার্ক জুড়ে, সেইসাথে মেট্রো হোলসেল অ্যাপ - ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

"আমরা লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কিরানা স্টোরের মালিক এবং MSME - যারা দেশের খুচরা শিল্পের মেরুদন্ড গঠন করে। তাদের জন্য ক্রেডিট কার্ড চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত," বলেছেন মিঃ ফ্রেডেরিক ডি'সুজা, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড।

১২ বছরে ইলেকট্রিক বাসের ৯২১টি ইউনিট সরবরাহ করবে টিএমএল

কলকাতা: এবার বেঙ্গালুরুতে চলবে বৈদ্যুতিক বাস। তবে একটি বা দুটি নয় ৯২১টি। বেঙ্গালুরু মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন(বিএমটিসি) বেঙ্গালুরুতে এই বৈদ্যুতিক বাস চালানোর জন্য টাটা মোটরসের সহযোগী সংস্থা টিএমএল স্মার্ট সিটি মোবিলিটি সলিউশন লিমিটেডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য, এই চুক্তির অংশ হিসাবে, টিএমএল স্মার্ট সিটি মোবিলিটি সলিউশন লিমিটেড ১২ বছরের জন্য ১২ মিটার লো-ফ্লোর ইলেকট্রিক বাসের ৯২১টি ইউনিট সরবরাহ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

টয়োটা এশিয়াস মাল্টিপল পাথওয়ে

কলকাতা: টয়োটা মোটর কর্পোরেশনের ("টয়োটা") সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রুকি রেসিং-এর প্রতিষ্ঠাতা ও দলের মালিক মি: আকিও টয়োডা, ১৭ এবং ১৮ই ডিসেম্বর থাইল্যান্ডে ২৫ ঘন্টার এন্ডুরান্স রেসে "মরিজো" নামে টয়োটার হাইড্রোজেন চালিত করোলা চালান। এই প্রথম জাপানের বাইরে কোনো প্রতিযোগিতায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল (HEV), প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল (PHEV), ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকল (PHEV) সহ বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে টয়োটা কার্বন নিরপেক্ষতার দিকে কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তার একাধিক পাথওয়ে পদ্ধতি প্রদর্শন করার একটি সুযোগ ছিল।

এশিয়া অঞ্চলের সিইও মি: হাও কোওক তিয়েন এবং টয়োটার অন্যান্য সিনিয়র এক্সিকিউটিভরা ২ দিনের প্রোগ্রামে মিঃ টয়োদার সাথে যোগ দিয়েছেন। হাইড্রোজেন পাওয়ার্ড ইন্টারনাল কম্বাশিন ইঞ্জিন ভেহিকল (HiCEV) এর বিকাশ এবং প্রদর্শন ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিরপেক্ষতার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিশ্রুতি অর্জনের দিকে টয়োটার প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টার আরেকটি ধাপ চিহ্নিত করে।

আর্সেলর মিত্তল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে সহযোগিতা করে

কলকাতা: আর্সেলরমিত্তল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া (এএম/এনএস ইন্ডিয়া), আর্সেলর মিত্তল এবং নিপ্পন স্টিলের মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ। আজ ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NSDC) এর সাথে সারাদেশে ১৬০০ টিরও বেশি তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি এমওইউ স্বাক্ষর করেছে। দেশে এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল চারটি রাজ্য - ওড়িশা, ছত্তিশগড়, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের যুবকদের অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের বৃত্তিমূলক দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা যা তাদের আইটি হেল্পডেস্ক পরিচারক এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের মতো ভূমিকায় সুরক্ষিত করতে সহায়তা করবে।

এটি NSDC-এর সাথে পার্টনারশিপে এএম/এনএস ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় ডিজিটাল প্রশিক্ষণ উদ্যোগ। ২০২১ সালের আগস্টে ঘোষিত একটি প্রাথমিক প্রোগ্রামে, এখন পর্যন্ত মোট ৮০০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৫৬ জনকে ডিজিটাল দক্ষতার একটি রেঞ্জে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রকল্পে কমপক্ষে ৭০% নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে। এই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রকের কাঠামোর মধ্যে বসে, কোম্পানির কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসাবে আগামী বছরে প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের উদ্দেশে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে AM/NS India। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) এর সিওও ও অফিসিয়াল সিইও শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি মন্তব্য করেছেন: "এটি তাদের কর্মশক্তির মূল্যবান সদস্য হতে সক্ষম করবে।"

কর্টেভা এগ্রিসাইন্স, ধান ক্ষেতে আগাছা ব্যবস্থাপনার জন্য নভিক্সিড হার্বিসাইড লঞ্চ করেছে

কলকাতা: কর্টেভা এগ্রিসাইন্স একটি গ্লোবাল পিওর-প্লে এগ্রিকালচার কোম্পানি, যা ধান ক্ষেতে আগাছা ব্যবস্থাপনার জন্য তার নভিক্সিড হার্বিসাইড লঞ্চ করেছে। পণ্যের দ্রুত-অভিনয় সূত্রটি ফসলের আগাছা প্রতিযোগিতা কমিয়ে স্বাস্থ্যকর ফসল নিশ্চিত করে যার ফলে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের লাভজনকতা বৃদ্ধি পায়। ধান চাষিরা তরুণ ধান গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও সম্পদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। রিনসকো অ্যাক্টিভের নভোক্সিড রাইস হার্বিসাইডের অনন্য সমন্বয় আগাছা ব্যবস্থাপনায় খুবই উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পণ্যটি কার্যকরভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে যেগুলি ALS (Acetolactate synthase), ACCase (ACetyl-coenzyme A carboxylase), এবং HPPD (Hydroxyphenylpyruvate dioxygenase) HPPD ইনহিবিটর হার্বিসাইডের প্রতি সহনশীল। এটি নোভিক্সিডকে একটি স্বতন্ত্র পণ্যে পরিণত করে যা পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং জল ব্যবস্থাপনার পরিবেশে কার্যকরভাবে কাজ করে। ক্ষেতে নোভিক্সিড ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, তেলেঙ্গানার নালগোন্ডার একজন কৃষক মিঃ মানম শ্রীনিবাস বলেছেন, "আমার ধানের ক্ষেতে আগাছা অত্যন্ত বড় সমস্যা। অন্তত পাঁচ থেকে ছয়টি জাত রয়েছে যা আমার ফসলের উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করছে"।

বিগবাস্কেট ১০,০০০ SKU-এর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ

আসানসোল: বিগবাস্কেট (www.bigbasket.com),টাটা এন্টারপ্রাইজ, সম্প্রতি আসানসোল বাজারে প্রবেশ করেছে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শহরের গ্রাহকরা এখন অ্যাপের মাধ্যমে চাল, ডাল, তেল, মশলা, ব্যক্তিগত জিনিস, রান্নাঘর এবং গৃহস্থালির আইটেম সহ প্রতিটি আইটেমের উপর ন্যূনতম ৬% ছাড়ে বিস্তৃত পণ্যের অর্ডার দিচ্ছেন। কল্যাণী, দুর্গাপুর, বর্ধমানের মতো টায়ার ২ এবং টায়ার ৩ শহরের সাথে বিগবাস্কেটের দ্রুত সম্প্রসারিত নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে আসানসোল হল নতুন সংযোজনগুলির মধ্যে একটি।

bigbasket

আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং জনবহুল শহর। আসানসোলে বিগবাস্কেটের উপস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, বিগবাস্কেটের বিজনেস হেড শ্রী হর্ষজেট্টি বলেছেন, "আমরা ভারতীয় গ্রাহকদের মুদির চাহিদা গভীরভাবে বুঝি এবং আসানসোলের জনগণের কাছে আমাদের পরিষেবা প্রসারিত করতে পেরে গর্বিত"।

চ্যাম্পিয়ন তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের তরফে অনুষ্ঠিত হল এক প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। আর এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের শিরোপাও ওঠে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের মুকুটে। ফাইনালে তারা চিলাখানা উচ্চ বিদ্যালয়কে ৮ উইকেটে পরাজিত করে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে চিলাখানা উচ্চ বিদ্যালয় ৫ উইকেট হারিয়ে ৭০ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৬.৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ৭১ রান তুলে জয়লাভ করে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

চ্যাম্পিয়ন চন্দননগর ও বারুইপুর

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার ঢাংঢিংগুড়ি কাচুয়া হাইস্কুলের মাঠে গত ২৭ ও ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া দুইদিনের আন্তঃজেলা নকআউট হকি প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চন্দননগর এবং মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বারুইপুর। ২৮ তারিখ ফাইনালে পুরুষ বিভাগে চন্দননগর ২-১ ব্যবধানে নদিয়াকে পরাজিত করে। অন্যদিকে মহিলাদের ফাইনালে বারুইপুর দলও একই ব্যবধানে কলকাতা কে পরাজিত করে। পুরুষ বিভাগে সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন হুগলির অয়ন সাহা। মহিলা বিভাগে সেরা প্লেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নুসরাত পারভিন।

তেতুলতলা যুব সংঘের দিনরাতের ভলিবল

পার্থ নিয়োগী: তেতুলতলা যুব সংঘের পরিচালনায় গত ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল পুরুষ ও মহিলাদের দিনরাতের ভলিবল টুর্নামেন্ট। পুরুষ বিভাগে ৮ টি দল অংশ নেয়। পুরুষদের ফাইনালে ফালাকাটা রেমন্ড মেমোরিয়াল দল কোচবিহার সুপার সিক্সকে ২৫-২৩,২৫-১৫,২৫-৮ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যাচের সেরা হন ফালাকাটা রেমন্ডের শিবম রায়। সেরা ডিফেন্ডার হিসেবে নির্বাচিত হন কোচবিহার সুপার সিক্সের রাহুল ইসলাম। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে দুটি দল অংশ নেয়। আর দুই দলের মধ্যা চ্যাম্পিয়ন হল তুফানগঞ্জ সুপার সিক্স মহিলা দল। তারা কোচবিহার কোচিং ক্যাম্প দলকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ২৫-২০ পয়েন্টে পরাজিত করে। এদিনের এই ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন। পুরষ্কার তুলে দেন উদ্যোক্তা আল ফায়েত ও রাহেদুল ইসলাম প্রমুখ।

খেল ইন্ডিয়ায় সাফল্য মুক্তার

স্পোর্টস ডেস্ক: ইম্ফলে অনুষ্ঠিত খেল ইন্ডিয়া উইমেন্স লিগে সাফল্য পেল মেখলিগঞ্জের মুক্তা মৃধা। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী মেখলিগঞ্জ শহরের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মুক্তা উশুতে অংশ নেয়। আর অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেল সে। সর্বভারতীয় স্তরে উশুতে মুক্তার এটাই প্রথম সাফল্য। তার এই সাফল্যে উচ্ছসিত মেখলিগঞ্জ তথা কোচবিহারের ক্রীড়া মহল। আগামীতে মুক্তা আর্ন্তজাতিক স্তরেও সাফল্য পাবে বলে আশা রাখছে অনেকেই।

ভারতী সংঘের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন রানীবাগান পাটাকুড়া

পার্থ নিয়োগী: শীতের শুরুতে হালকা রোদের ছোঁয়ায় কোচবিহার ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার আয়োজন করেছিল কোচবিহারের প্রয়াত পৌরপতি বীরেন কুন্ডুর নামে " বীরেন কুন্ডু মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট"। গত ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। টুর্নামেন্টে মোট ১৩ টি দল অংশ নেয়। অংশ নেওয়া দলগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। গত ১০ ডিসেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হয় কোচবিহার এমজেএন ক্লাব ও রানীবাগান পাঠাকুড়া ক্লাব। ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এমজেএন ক্লাব নির্ধারিত ২০ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান করে। এমজেএন ক্লাবের রাহুল সাহা সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নিয়ে রানিবাগান পাঠাকুড়া ক্লাব ১৮.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলে। রানীবাগান পাটাকুড়া ক্লাব ৭ উইকেটে এমজেএন ক্লাবকে পরাজিত করে জয় লাভ করে বীরেন কুন্ডু মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। পাটাকুড়ার বি দাস ৫৬ রান করে ফাইনালে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন।এদিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত ও কোচবিহার জেলা পরিষদের সদস্য তথা বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী পঙ্কজ ঘোষ। সবমিলিয়ে শীতের শুরুতে কোচবিহারবাসীকে এক সুন্দর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপহার দিয়ে প্রশংসা আদায় করে নিল কোচবিহার ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার কর্তৃপক্ষ।

আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স কলেজের তিন পড়ুয়া

দেবাশীষ চক্রবর্তী, দিনহাটা: সোমবার দুপুরে এমনটাই জানালেন দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ড: আব্দুল আওয়াল। জানা গিয়েছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬তম আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় দিনহাটা কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রথম সেমিস্টার পড়ুয়া অনিতা শীল মহিলা সিঙ্গেল বিভাগে চ্যাম্পিয়ন, পঞ্চম সেমিস্টার পড়ুয়া অর্ঘ্যজ্যোতি দাস পুরুষ সিঙ্গেল বিভাগে রানার্স, এছাড়াও অর্ঘ্যজ্যোতি দাস ও আকাশ শীল পুরুষ ডবল বিভাগে রানার্স আপ স্থান পায়। এই বিষয়ে দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ড: আব্দুল আওয়াল বলেন আমরা খুবই খুশি,তাদের এই সাফল্যে,আগামীদিনে আরও ভালো কিছু হবে বলেই তিনি আশা রাখছেন।

তুমুল উৎসাহে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হলো হেরিটেজ ম্যারাথন

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে হেরিটেজ কে তুলে ধরার জন্য গত ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হলো রান ফর হেরিটেজ ম্যারাথন। কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে ২১ কিমি পথ অতিক্রম করে পুলিশ লাইন ময়দানে গিয়ে ম্যারাথনটি শেষ হয়। এই ম্যারাথন দৌড় শহরের ৪২টি হেরিটেজ সাইটকে ছুঁয়ে যায়। দৌড়ে মোট ২৩০০ জন এই ম্যারাথনে অংশ নেন। হেরিটেজ ম্যারাথনের ম্যাসকট হিসেবে ছিল কোচবিহারে ঐতিহ্যশালী বানেশ্বরের শিব দিঘির কচ্ছপ মোহন এদিনের হেরিটেজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত এশিয়াডে সোনা জয়ী অ্যাটলেটিক্স স্বপ্না বর্মন তার সাথে এদিন কোচবিহার স্টেডিয়ামে এই ম্যারাথন উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদায়ন গুহ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা কোচবিহার পৌরসভার প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গের পুলিশের এডিজি অজয় কুমার কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেব কুমার চট্টোপাধ্যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অ্যাথলেটিকসরা এই ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলেন। আফ্রিকার কেনিয়া থেকেও তিনজন প্রতিযোগী এসেছিলেন এই ম্যারাথনে অংশ নিতে এদিনের এই ম্যারাথনে ২১কিমি দৌড়ে পুরুষদের মধ্যে প্রথম হন তীর্থ পান ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম হন তামশী সিংহ।১০ কিলোমিটার দৌড়ে পুরুষদের মধ্যে প্রথম এরশাদ আলী এবং মহিলাদের মধ্যে প্রথম হন চন্দ্রকলা শর্মা। শীতের শুরুতে কোচবিহারের হেরিটেজকে তুলে ধরতে কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে অনুষ্ঠিত অসাধারণ এই ম্যারাথনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কোচবিহারের সর্বস্তরের মানুষ।

টার্নিং পয়েন্ট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন কোকরাঝার

পার্থ নিয়োগী: নিউ কোচবিহার টার্নিং পয়েন্ট ক্লাবের উদ্যোগে ৮দলীয় নৈশ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলো কোকরাঝাড় ফুটবল দল। ১৩ ডিসেম্বর ফাইনালে তারা দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুন্ডি আই এম এ দলকে টাই টাইব্রেকারে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। উল্লেখ্য নিউকোচবিহার এলাকার স্থানীয় ২১ জন বিশিষ্ট মানুষকে স্মরণ করে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার দিলীপ কুমার সিং।

বড় ক্যারাটের আসর কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: আগামী ২৮ শে ডিসেম্বর কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ কিউসেং ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। কোচবিহারের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার থেকে প্রতিযোগিরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন। ছেলে মেয়ে মিলিয়ে আনুমানিক ৩০০ প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। এর আগে ২০১৯ সালে কোচবিহারে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।দীর্ঘ তিন বছর পর আবার সেই প্রতিযোগিতা এবার হতে চলেছে কোচবিহারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96